দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 JAN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৩

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি বনাম ডঃ মজিদ খান

গত ৯ই জানুয়ারি 'সংবাদ'-এ ঐ ব্যক্তিটিকে?' শীর্ষক চিঠিটি পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও ভীতগ্রস্ত হলাম। আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি কি রকম হতে পারে তা অনুমান করা কঠিন নয়। সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর কাল যে রাজনৈতিক দল সকল রকমের অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে সে দল অবশ্যই এমন শিক্ষানীতি চাইবে যা হবে আধুনিক, সম্মুখগামী ও প্রগতিশীল। কিন্তু যদি মজিদ খানের মতো লোক ঐ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে থাকেন, তবে আমাদের মনে অবশ্যই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে কি প্রগতিশীল ব্যক্তির মড়ক লেগেছে যে অতীতে ধিকৃত এমন এক ব্যক্তিকে সদস্য করতে হবে? এরশাদ আমলের মজিদ খান কৃত শিক্ষানীতির কথা কি সহজে ভোলা যায়? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কি মিষ্টি কথায় অতীতের সকল তিক্ত স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছেন? এই সেদিন পর্যন্ত মজিদ খান সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে উপস্থিত হতে পারতেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই তার অবস্থান সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না। কয়েক বছর আগে ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত একটি শুধী সমাবেশে মজিদ খান উপস্থিত ছিলেন। তার চেহারা দেখে সভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কুখ্যাত শিক্ষানীতি প্রণেতা মজিদ খানকে ঐ সভার মানুষদের রোষ থেকে উদ্ধার করেন তার এক আত্মীয় যিনি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

আমরা দাবি করি শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ করবেন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কোন কমিটি গঠিত হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তবে তার সদস্য-কারা- এ তথ্য যেন দেওয়া হয়। শিক্ষানীতির চেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় খুব কমই আছে। এমন একটি বিষয় একজন ধূর্ত অনুপ্রবেশকারী তছনছ করে দিক তা আমরা চাই না।

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
শেরে বাংলা হল, রুম নং-৩০১
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।